eLearning@MoPA

From Vision to Implementation

ক. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অনলাইন কোর্স

খ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-বিষয়ক অনলাইন কোর্স বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ (খসড়া)

গ. অনলাইন কোর্স বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সরকারি কর্মকর্তাদের
সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে

ই-লার্নিং

বাস্তবায়নে:
ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং (সিপিটি) অনুবিভাগ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়:
একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রথম অংশ: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অনলাইন কোর্স

১.১ ভূমিকা

শিক্ষণ বা প্রশিক্ষণে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ই-লার্নিং হিসেবে পরিচিত। গতানুগতিক পদ্ধতির পাশাপাশি প্রশিক্ষণে এখন ইন্টারনেটসহ তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনলাইন কোর্সগুলো ইংরেজি MOOC (Massive Open Online Course) হিসেবে পরিচিত। এইগুলো সাধারণত সংক্ষিপ্ত কোর্স হয়ে থাকে। অনেক সময় এগুলোর জন্য কোন ফি বা খরচও প্রদান করতে হয় না। সাধারণত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকতর জানার লক্ষ্যে কিংবা এ বিষয়ে তাদের নির্দিষ্ট কোন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ অনলাইন কোর্সগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। উন্মুক্ত হওয়ায় যে-কোন স্থান থেকে যে-কোন ব্যক্তি এ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

১.২ অনলাইন কোর্স বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা

সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শ্লোগানের অংশ হিসেবে তথ্য-প্রযুক্তিকে প্রশিক্ষণের কাজে লাগিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ই-লার্নিং বাস্তবায়ন করছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের কর্ম-জীবন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ই-লার্নিং-এর আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কয়েকটি অনলাইন কোর্স চালু করতে যাচ্ছে। সে বিবেচনায় এসব কোর্সের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনলাইন কনটেন্ট, পেডাগোজি ও ইন্সট্রাকশনাল ডিজাইন বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ে স্বনামধন্য ব্যক্তি/বিশেষজ্ঞগণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

১.২.১ "মোবাইল কোর্ট পরিচালনা"-বিষয়ক অনলাইন কোর্স

মোট ৬টি মডিউলে বিভক্ত ৬-সপ্তাহ মেয়াদি এ কোর্সটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার উপযোগী। কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য মাঠ প্রশাসনে কিংবা বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় অধিকতর দক্ষ করে তোলা (বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৩-এ)।

১.২.২ "মৌলিক আইসিটি"-বিষয়ক অনলাইন কোর্স

মোট ৪টি মডিউলে বিভক্ত ৪-সপ্তাহ মেয়াদি এ কোর্সটির কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। সকল গণ-কর্মচারীর দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় তথ্য-প্রযুক্তিসহ ইন্টারনেটের ব্যবহার বিষয়ে ধারণা প্রদান, এমএস ওয়ার্ড, পাওয়ারপয়েন্ট এবং এক্সেল বিষয়ে হ্যান্ডস-অন ট্রেনিং এই কোর্সের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহও এ কোর্সের কন্টেন্ট ব্যবহার করে নানাভাবে উপকৃত হতে পারবে। সেপ্টেম্বর ২০১৬-এর মধ্যে অনলাইন কোর্সটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১.২.৩ "সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা" (পিপিএম)-বিষয়ক অনলাইন কোর্স

মোট ৬টি মডিউলে বিভক্ত ৬-সপ্তাহ মেয়াদি এ কোর্সটির কনটেন্ট প্রস্তুতির কাজ শেষ পর্যায়ে। সরকারি কর্মকর্তাগণকে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ক্ষুদ্র ও অতি জরুরি বিভিন্ন ক্রয় পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রদান করা এ কোর্সের উদ্দেশ্য। এ কোর্সটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে তারা কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয়, সরাসরি চুক্তির আওতায় ক্রয়, সরাসরি নগদ ক্রয় এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবেন। অনলাইন কোর্সটি সেপ্টেম্বর ২০১৬ নাগাদ সকলের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১.২.৪ অন্যান্য অনলাইন কোর্সসমূহ

'সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪'সহ 'অফিস ব্যবস্থাপনা'র অতি দরকারি বিষয়াদি নিয়ে "আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক অনলাইন কোর্স সকল স্তরের সকল দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং 'মিউটেশন' বিষয়ক প্রস্তাবিত অনলাইন কোর্স সংশ্লিষ্টদের জন্য ভবিষ্যতে উন্মুক্ত করে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ: মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-বিষয়ক অনলাইন কোর্স বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ (খসড়া)

ক. সাধারণ বিষয়াবলি

১. কোর্সের প্রেক্ষাপট

অপরাধ দমনে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং সরকারের অন্যান্য নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় (যেমন: পরিবেশ অধিদপ্তর, র‍্যাব ও মেট্রোপলিটান পুলিশ, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌ বন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসটিআই, বিআরটিএ, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি) বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রতিদিন সারাদেশে প্রায় ২০০ টির মতো মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন। তবে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের অনেক ক্ষেত্রেই সমরূপতা (uniformity) অনুসরণ করা হচ্ছে না। বিসিএস প্রশাসন একাডেমি এ বিষয়ে যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে, তাতে প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে বছরে দুটি ব্যাচে সর্বোচ্চ ৮০ জন কর্মকর্তা মনোনয়ন পেয়ে থাকেন। মনোনীত কর্মকর্তাদের অনেকে আবার কর্মস্থলের ব্যস্ততার কারণে কোর্সে যোগদান করতে পারেন না। বাস্তবতা হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা মোবাইল কোর্ট-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ কখনই পান না। অনলাইন কোর্সটি এ প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়েছে।

২. কোর্সের উদ্দেশ্যসমূহ

অনলাইন কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় আরও দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা। এ কোর্সের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক. মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি সমরূপতা (uniformity) আনয়নের লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনসহ বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনরত সকল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে একযোগে এই অনলাইন কোর্সের আওতায় আনা;

খ. এ সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান তাদের নিকট সহজলভ্য করা;

গ. এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-সংক্রান্ত বিষয়াবলি সহজবোধ্য ও সাবলীল ভাষায় ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মিথস্ক্রীয় পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা এবং

ঘ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে গতানুগতিক প্রশিক্ষণের সাথে অনলাইন প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানো।

৩. কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের যে সকল কর্মকর্তা মাঠ প্রশাসনে কিংবা বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন, তাদের জন্য এ কোর্সটি পরিচালিত হবে। প্রথম পর্যায়ে কালেক্টরেটের সকল সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণের জন্য এ অনলাইন কোর্সটি উন্মুক্ত করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণও এ অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৪. কোর্স পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কোর্সটির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। অনলাইনে পুরো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে একজন কোর্স কো-অর্ডিনেটর (সিনিয়র সহকারী সচিব/উপসচিব, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং-৩ শাখা), একজন কোর্স পরিচালক (উপসচিব/যুগ্ম-সচিব, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অধিশাখা) এবং একজন কোর্স উপদেষ্টার (যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং অনুবিভাগ) সমন্বয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি কোর্স ম্যানেজমেন্ট থাকবে। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হবেন এ কোর্স পরিচালনার মুখ্য উপদেষ্টা। তবে ভবিষ্যতে বিসিএস প্রশাসন একাডেমিকে এ কোর্সটি পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা হতে পারে।

৫. কোর্সের মেয়াদ

অনলাইন কোর্সটি ৬ (ছয়) সপ্তাহ মেয়াদি হবে। তবে ভবিষ্যতে মোবাইল কোর্টের বিভিন্ন সিডিউলভুক্ত আইন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-সংক্রান্ত নতুন বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হলে এ কোর্সের মেয়াদ বাড়তে পারে।

৬. কোর্স কনটেন্ট ও একাডেমিক ম্যাটেরিয়ালস্ / রিসোর্স

৪০ টি ভিডিও (ইন্টারনেটের গতি কম থাকলে অডিও কনটেন্ট) কনটেন্ট ছাড়াও প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট ভিডিও/অডিও'র স্ক্রীপ্ট থাকবে। এছাড়া প্রতিটি সেশনের জন্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা-উপকরণসহ (রিডিং ম্যাটেরিয়ালস্/ অ্যাডিশনাল

রিসোর্স) একাধিক পিডিএফ বা পাওয়ারপয়েন্ট ডকুমেন্ট থাকবে। ৪০টি সেশনের এ কোর্সে এরূপ ডকুমেন্টের সংখ্যা হবে প্রায় ১৫০টি। এছাড়াও থাকবে সেশনভিত্তিক এফএকিউ বা প্রশ্নোত্তর ব্যাংক। অনেক ক্ষেত্রে কনটেন্টসমূহ অফলাইনে রাখা হবে। সর্বোপরি, এ প্ল্যাটফরম হবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-সংক্রান্ত সকল আইন/বিধি/তথ্যের এক সমৃদ্ধ ডেটাবেইজ। এ কোর্সের আর্কাইভ থেকে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ বক্তাগণের হ্যান্ডআউট/ভয়েস রেকর্ডিং সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন। অনলাইন কোর্সটি সম্পন্ন করার জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থীকে সপ্তাহে গড়ে ৪-৫ ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে।

৭. কোর্স ফি

অনলাইন কোর্সটিতে আপাতত কোন ফি ছাড়াই অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকবে। তবে অনলাইন কোর্সের কনটেন্ট পরিবর্তনশীল বিধায় পরবর্তী কালে এ কোর্সের মেয়াদ বা কোন মডিউলের সেশন বৃদ্ধি বা পরিবর্তন করতে হলে প্রশিক্ষণ ফি ধার্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত বাজেট হতে প্রশিক্ষণার্থীগণ এ ব্যয় নির্বাহ করার সুযোগ পেতে পারেন।

৮. সার্টিফিকেট এবং পারফরমেন্স ড্যাশবোর্ড-সংক্রান্ত

সফলভাবে কোর্স সমাপ্তি শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ অনলাইনে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হবেন। এটি তাদের ব্যক্তিগত ডাটা শীটের প্রশিক্ষণ কলামে স্বয়ংক্রীয়ভাবে যুক্ত হবে। তবে সার্টিফিকেটের হার্ডকপির জন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে ই-লার্নিং প্ল্যাটফরম থেকে অনুরোধ জানাতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ ই-লার্নিং প্ল্যাটফরম থেকে স্বীয় কর্মসম্পাদন সম্পর্কে ধারণা পাবেন। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের অ্যাসেসমেন্ট-এ অংশগ্রহণসহ তারা কোন্ মডিউলের কতটুকু পাঠ/লেসন সমাপ্ত করেছেন, তা স্বীয় ড্যাশবোর্ড থেকে যে-কোন সময় অনলাইনে দেখতে পারবেন।

৯. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার

একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অনলাইন কোর্সগুলোকে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ফেইসবুক, ইউটিউব, গুগল-প্লাস এবং টুইটার প্রভৃতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হবে।

১০. প্রশিক্ষণ ভাতা

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় স্বীয় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের জন্য অনলাইন কোর্সটি চালু হচ্ছে বিধায় এতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপাতত কোন ভাতা প্রদান করা হবে না। এ প্রশিক্ষণের মেধা তালিকায় প্রথম ১০ জনের জন্য বিশেষ পুরস্কার, বিদেশ ভ্রমণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

১১. কোর্সে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা

বর্ণিত কর্মকর্তাদের জন্য এ অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। একজন কর্মকর্তার চাকরির সকল ক্ষেত্রে (যেমন: মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন প্রাপ্তি/ বিদেশে স্বল্প-মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে মনোনয়ন/ চাকুরি স্থায়ীকরণ/ কাঙ্খিত কর্মস্থলে পদায়ন/ পদোন্নতিসহ ক্যারিয়ারের অন্যান্য ক্ষেত্র) এই অনলাইন কোর্সটিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-বিষয়ক অনলাইন কোর্সের বিকল্প হিসেবে কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের এতদ্বিষয়ক কোর্সে অংশগ্রহণ করা যাবে। তবে মোবাইল কোর্ট-সংক্রান্ত কোন প্রশিক্ষণ করা থাকলেও এ অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হবে।

১২. সেশন পরিচালনা

প্রতি সপ্তাহে এক বা দুবার লাইভ সেশন অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী স্বনামধন্য ও অভিজ্ঞ বক্তাগণ ছাড়াও বিষয়-বিশেষজ্ঞগণ (যেমন: মহাপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর/বিএসটিআই/পরিবেশ অধিদপ্তর) লাইভ সেশন পরিচালনা করবেন। সপ্তাহান্তে লাইভ সেশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ যাদের থাকবে না, তাদের জন্য লাইভ সেশনের পুরো রেকর্ডটি আর্কাইভ হিসেবে প্ল্যাটফরমে আপলোড করা থাকবে।

১৩. কোর্সে অংশগ্রহণের বিষয়ে অবহিতকরণ

অনলাইন কোর্স চালু হওয়ার পূর্বে এ কোর্সে অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি করা হবে। সকল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেটগণকে উৎসাহিত করা হবে; তাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হবে এবং এর ফলো-আপ নেওয়া হবে।

১৪. কোর্সের সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্তকরণ

যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেটগণকে এ কোর্সের উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য ফলাফলের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সম্মেলনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-বিষয়ক অনলাইন কোর্সে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৫. মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রশিক্ষণার্থী-কর্তৃক কুইজের উত্তর প্রদান, বাস্তব সমস্যার সমাধান, অ্যাসাইনমেন্ট দাখিল, নিজস্ব নথি পর্যালোচনা ইত্যাদি কর্মকান্ড কোর একাডেমিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া ডিসকাশন ফোরামে সেশন/মডিউল/কোর্সভিত্তিক আলোচনা বা প্রশ্ন-উত্তর প্রদান; ব্লগে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কর্মকান্ড শিক্ষা-সহায়ক বা সেমি-একাডেমিক কার্যক্রমের মধ্যে পড়বে। অনলাইন কোর্সটির মূল্যায়নের জন্য মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ১০০। এর মধ্যে অনলাইনে ছয় সপ্তাহে মোট ৭০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে প্রতিটি সেসনের জন্য পৃথক মূল্যায়ন (কুইজ ও অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি); প্রতিটি মডিউল শেষে মডিউলভিত্তিক মূল্যায়ন বা বাস্তব সমস্যার সমাধান (সৃজনশীল প্রশ্ন) এবং কোর্স শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন (রিভিউ সেসন পরবর্তী পরীক্ষা) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিজস্ব মামলার নথিসমূহ পর্যালোচনার জন্য নির্ধারিত থাকবে ২০ নম্বর এবং বাকী ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে সেমি-একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য।

১৬. অনলাইন ও অফলাইন পদ্ধতির সংমিশ্রণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অনলাইন কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় দক্ষ করে তোলা। তাই তারা যাতে প্রকৃত দক্ষতা অর্জন করে - সেই লক্ষ্যে এই কোর্সটি ব্লেন্ডেড ফরমে রূপান্তর করা হয়েছে। সে কারণেই নথি পর্যালোচনা এ অনলাইন কোর্সটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। এছাড়াও সকল প্রশিক্ষণার্থী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ যাতে এ কোর্সের কোর একাডেমিক কার্যক্রমে (মডিউলভিত্তিক সেশনসহ লাইভ সেশনে অংশগ্রহণ, কুইজের উত্তর প্রদান, বাস্তব সমস্যাসমূহের সমাধান, অ্যাসাইনমেন্ট দাখিল, নিজস্ব নথি পর্যালোচনা ইত্যাদি) সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে তাদের আইনগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ তাদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক পর্যালোচনা বৈঠকের (সকালে/সন্ধ্যায়) আয়োজন করা যেতে পারে। এভাবে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটিতে অনলাইন ও অফলাইন পদ্ধতির সংমিশ্রণ থাকবে।

১৭. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে যোগাযোগ

কোর্সের ফ্যাসিলিটেটর/কো-অর্ডিনেটর অনলাইন নোটিশের মাধ্যমে কোর্সের সকল বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। বক্তা/ফ্যাসিলিটেটরগণ ব্লগের মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়/টপিক উপস্থাপন করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ এর ভিত্তিতে ঐ বিষয়ে তাদের নিজস্ব মতামত প্রদান করতে পারবেন। এছাড়াও ডিসকাশন ফোরামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ সকল সেশনের উপর যে-কোন ধরণের আলোচনাসহ/মতামত প্রদান করতে পারবেন।

১৮. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে লাইভ সেশন

সপ্তাহ শেষে লাইভ সেশনসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত সনাতন পদ্ধতির কোর্স পরিচালনায় বিসিএস প্রশাসন একাডেমির অভিজ্ঞতাসহ এখানে ভিডিও কনফারেন্সসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধা থাকায় বিসিএস প্রশাসন একাডেমিকেও লাইভ সেশনের ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে।

১৯. দাপ্তরিক ই-মেইলের ব্যবহার:

সকল দাপ্তরিক যোগাযোগে <mopa.elearning@gmail.com> -এই ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহৃত হবে।

২০. কোর্সের পাইলটিং কার্যক্রম

আগস্ট ২০১৬-এর মধ্যে মোবাইল কোর্ট-বিষয়ক অনলাইন কোর্সের প্রথম ব্যাচ বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। প্রথম পর্যায়ে চারটি বিভাগের চারটি জেলার প্রশাসন ক্যাডারের সকল কর্মকর্তা এ কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এ চারটি জেলা হচ্ছে: ঢাকা বিভাগের নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী, খুলনা বিভাগের যশোর এবং বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি জেলা। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকী ৬০টি জেলা এবং দেশের বিভিন্ন সংস্থায় (যেমন: সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পরিবেশ অধিদপ্তর, র‍্যাব, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রভৃতি) কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের জন্য কোর্সটি একযোগে উন্মুক্ত করা হবে।

খ. কারিগরি বিষয়াবলি

১. ই-লার্নিং প্ল্যাটফরম সংক্রান্ত

প্রশিক্ষণার্থীগণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ই-লার্নিং ট্যাব-এএটুআই-এর প্রস্তুতকৃত ই-লার্নিং সাইট mopa.elearning.gov.bd- এ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। কোর্সটিতে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণসহ সফলভাবে প্রশিক্ষণার্থীগণ যাতে এ কোর্সটি সম্পন্ন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। অনলাইন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল ভিডিও টিওটোরিয়াল নিম্মোক্ত লিংকে পাওয়া যাবে: http://mopa.elearning.gov.bd/login/goToHomePage#/elPortal/showUserManual

এ কাজে প্রশিক্ষণার্থীগণকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি হেল্পডেস্ক থাকবে। রেজিস্ট্রেশনের সময়ে কোন কারণে কোর্স সমাপ্ত করা সম্ভব না হলে, নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করে কোর্সটি সম্পন্ন করতে হবে। একটি ব্যাচের ৬-সপ্তাহ মেয়াদি অনলাইন প্রশিক্ষণ চলাকালীন কোর্সে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। উল্লেখ্য, ডেস্কটপ, ল্যাপটপসহ যে-কোন মোবাইল ডিভাইস (অ্যান্ড্রয়েড/আইওএস) থেকে অনলাইন কোর্সটি সম্পন্ন করা যাবে। ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমটি দ্বিতীয় ভার্সন হিসেবে অ্যাপস্ আকারে চালূ করাসহ এর কয়েকটি ফিচার পরিবর্তন করা সম্ভব হবে।

২. কনটেন্ট আপলোডিং

কোর্স চলাকালীন প্রতি সপ্তাহের শনিবার রাত ১১.৫৯ এর মধ্যে ঐ সপ্তাহের সকল কনটেন্ট, অ্যাডিশনাল রিসোর্স/প্রয়োজনীয় রিডিং ম্যাটেরিয়ালস্ এবং কুইজ ও ব্যবহারিক সমস্যাসমূহ ই-লার্নিং প্ল্যাটফরমে আপলোড করা হবে।

৩. মডিউল সম্পন্নকরণের বাধ্যবাধকতা

একটি মডিউলের সেশন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে কোন প্রশিক্ষণার্থী পরবর্তী মডিউলের সেশন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৪. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

সাধারণত যে সপ্তাহের জন্য কনটেন্টসমূহ আপলোড করা থাকবে, সেই সপ্তাহের যে-কোন সময়ে অনলাইনে পরীক্ষায় (কুইজ এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর) অংশগ্রহণ করা যাবে এবং কোর্স শুরুর পর থেকে ষষ্ঠ সপ্তাহের শেষ দিন রাত ১১.৫৯ মিনিট পর্যন্ত অ্যাসাইনমেন্ট দাখিল করা যাবে। সাধারণত সময় বর্ধিত করা হবে না। অ্যানাউন্সমেন্ট-এর মাধ্যমে অ্যাসেসমেন্ট-এর সকল বিষয়ের কাট-অফ সময় পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে কোর্সটি আর্কাইভ করা হবে।

৫. কোর্সের কনটেন্ট আপলোডিং এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নমুনা নোটিস

কোর্স সিডিউল (বাংলাদেশের স্থানীয় সময়ের ভিত্তিতে)

সপ্তাহ	সপ্তাহ/মডিউলের বিষয়	কন্টেন্টসমূহ রিলিজের তারিখ	অ্যাসাইনমেন্ট	জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখ	লাইভ সেশনের তারিখ
১ম সপ্তাহ	মোবাইল কোর্টের প্রাথমিক বিষয়াবলি	**১ম শনিবার রাত ১১.৫৯ মিনিটের মধ্যে**	কোর্সে অংশগ্রহণ এবং সাপ্তাহিক পরীক্ষা	**রাত ১১.৫৯ মিনিট**	১ম লাইভ প্রশ্নোত্তর পর্ব
২য় সপ্তাহ	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রাথমিক কার্যক্রম	**২য় শনিবার রাত ১১.৫৯ মিনিটের মধ্যে**	কোর্সে অংশগ্রহণ এবং সাপ্তাহিক পরীক্ষা		২য় লাইভ প্রশ্নোত্তর পর্ব
৩য় সপ্তাহ	মোবাইল কোর্টের চূড়ান্ত বিচার পদ্ধতি	**৩য় শনিবার রাত ১১.৫৯ মিনিটের মধ্যে**	কোর্সে অংশগ্রহণ এবং সাপ্তাহিক পরীক্ষা		৩য় লাইভ প্রশ্নোত্তর পর্ব
৪র্থ সপ্তাহ	মোবাইল কোর্টের আপিল কার্যক্রম	**৪থ শনিবার রাত ১১.৫৯ মিনিটের মধ্যে**	কোর্সে অংশগ্রহণ এবং সাপ্তাহিক পরীক্ষা		৪থ লাইভ প্রশ্নোত্তর পর্ব
৫ম সপ্তাহ	মোবাইল কোর্ট ব্যবস্থাপনা এবং এর ব্যবহারিক দিকসমূহ	**৫ম শনিবার রাত ১১.৫৯ মিনিটের মধ্যে**	কোর্সে অংশগ্রহণ এবং সাপ্তাহিক পরীক্ষা		৫ম লাইভ প্রশ্নোত্তর পর্ব
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	বিভিন্ন আইনের আলোকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	**৬ষ্ঠ শনিবার রাত ১১.৫৯ মিনিটের মধ্যে**	কোর্সে অংশগ্রহণ এবং সাপ্তাহিক পরীক্ষা		৬ষ্ঠ লাইভ প্রশ্নোত্তর পর্ব
চূড়ান্ত পরীক্ষা	মোবাইল কোর্ট-এর সকল বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা	-	-		

তৃতীয় অংশ: অনলাইন কোর্স বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং-এ নতুন মাত্রা হিসেবে ই-লার্নিং ধারণাটি সময়ের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে। এ পর্যায়ে এবং অদূর ভবিষ্যতে অনলাইন কোর্স বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

ক. স্বল্প-মেয়াদি কৌশল/ কর্মপরিকল্পনা: ২০১৬ সালের মধ্যে করণীয়

১. পাইলট কোর্স চালু হবার পর মন্ত্রণালয় থেকে অনলাইন ও অফলাইনে জরিপ/টিএনএ করে প্রস্তাবিত অনলাইন কোর্সের মূল্যায়ন করা হবে।
২. ই-লার্নিং-এর একটি ভালো উদাহরণ হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ পর্যায়সহ সকল সরকারি দপ্তরের ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মাধ্যমে বিপিএটিসি / একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ / এক্সক্লুসিভ সেশনসমূহ লাইভ পরিচালনা করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর ফলে ক্লাসরুমের সীমিত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীসহ ক্লাসরুমের বাইরে অবস্থানকারী হাজার-হাজার কর্মকর্তা একসাথে এ সেশনটিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সংসদ বাংলাদেশ টিভিও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে।
৩. সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ই-লার্নিং' শিরোনামে বাজেট বরাদ্দ রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৪. ই-লার্নিং-এ সুনাম অর্জনকারী বিভিন্ন বিদেশি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার (Best eLearning Implementers) কার্যক্রম পরিদর্শন করে তাদের নিকট থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হবে।
৫. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-বিষয়ক অনলাইন কোর্সসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনলাইন কোর্স বিসিএস প্রশাসন একাডেমিসহ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

খ. মধ্যম-মেয়াদি কৌশল/ কর্মপরিকল্পনা: ২০১৭ সালের মধ্যে করণীয়

১. অনলাইন কোর্সের সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা/স্বীকৃতির বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের (ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়) সাথে যোগাযোগ করা হবে। ই-লার্নিং প্ল্যাটফরম থেকে অটো-জেনারেটেড সার্টিফিকেট কর্মকর্তার পিডিএস-এ সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
২. অনলাইন কোর্স বাস্তবায়নের বিষয়টি লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৩. সফলভাবে ই-লার্নিং বাস্তবায়নকারী (গ্লোবাল ই-লার্নিং চ্যাম্পিয়ন্স) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা (বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-হু; বিশ্বব্যাংক, ইউএন এপিসি-আইসিটি, দক্ষিণ কোরিয়া) বা সংগঠনগুলোর (কোর্সেরা, এডেক্স, ফিউচার লার্ন) সাথে পার্টনারশীপের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হবে।
৪. সেশনসমূহ লাইভ পরিচালনার মাধ্যমে ই-লার্নিং জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্স মেশিন স্থাপনের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে।
৫. অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোর্স ফি আরোপ করা হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ বরাদ্দ থেকে এ কোর্স ফি প্রদান করবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিবে।
৬. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ই-লার্নিং-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে-সাথে এ বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের চাহিদা বেড়ে যাবে বিধায় এ কাজে আগ্রহী কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করা হবে। এছাড়াও এর সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রশাসনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ডেটাবেজ প্রস্তুত করা হবে।
৭. একটি মডেল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিএস প্রশাসন একাডেমির কয়েকটি কোর্স অনলাইনে পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
৮. সংক্ষিপ্ত কোর্স সফলভাবে চালু হবার পর ডিপ্লোমা/মাস্টার্স কোর্স অনলাইনে চালু করা হবে। এ অনলাইন কোর্স বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

গ. দীর্ঘ-মেয়াদি কৌশল/ কর্মপরিকল্পনা: ২০২০-২০২১ সালের মধ্যে করণীয়

১. অনলাইনে মাস্টার্স/ডিপ্লোমা/পিএইচডি (সম্পূর্ণ/আংশিক) প্রোগ্রামে সরকারি কর্মকর্তাদের পড়াশুনার বিষয়ে বিদেশি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে।

২. বিসিএস প্রশাসন একাডেমিকে "নলেজ হাব"-এ পরিণত করা হবে এবং একাডেমিকে "বেস্ট ই-লার্নিং ইমপ্লিমেন্টার" (মডেল ই-একাডেমি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৩. অনলাইন পাইলট কোর্সসমূহ সফলভাবে কার্যকর হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এসব কোর্সসমূহকে নিজেদের অনলাইন কোর্স (যেমন, "বিসিএস প্রশাসন একাডেমি অনলাইন") হিসেবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪. ই-লার্নিং কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি ই-লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

- **সমাপ্ত** -

[বি. দ্র. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-বিষয়ক অনলাইন কোর্স বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ (খসড়া) -এর উপর নিম্নোক্ত ই-মেইল ঠিকানায় মতামত প্রদান করা যাবে: <mopa.elearning@gmail.com>]